ডান নয়-বাম নয় হাঁটতে হবে বাংলাদেশ বরাবর–
MARCH FOR BANGLADESH
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান-এর ৬০ ধারার বাস্তবায়ন করুন।
সচেতন সামাজিক শক্তির (Social Power with Knowledge) শাসন নিশ্চিত করুন।
বিকেন্দ্রীভূত-কেন্দ্রীকরণ (Decentralized-Centralization)-এর রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করুন।

মুক্তিজোট

GLOBAL KNOWLEDGE LOCAL ACT
www.muktijot.org
প্রতিষ্ঠাঃ ১০ই অগ্রহায়ণ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
২৪শে নভেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

সূত্র নংঃ রাসাআ/২০১৭/১৬ তারিখঃ ২৪/০৮/২০১৭

প্রেসনোট

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে ‘জাতীয় পরিষদ’ গঠন করে বিধি-বিধানগুলো সংস্কার করার প্রস্তাব দিল মুক্তিজোট

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রেরিত ‘একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা’র জন্য তাদের সাধুবাদ জানিয়ে মূখ্যত দুটো বিষয়কে প্রণিধান করে আলোচনা হয়।

প্রথমত, নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক সম্পর্ক আবর্তিত হয় যে নির্বাচনকে ঘিরে- তার মূল প্রসঙ্গেই থাকে ভোট ও ভোটার। তাই ভোট ও ভোটার প্রসঙ্গে ‘প্রত্যেক নাগরিক তার স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার থাকবেন’ এই প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে কর্মপরিকল্পনার ২ নং, ৩নং, ও ৪নং সহ অপরাপর প্রসঙ্গকেও সম্পৃক্ত করে প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কর্মপরিকল্পনার ১নং ঃ- নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান তথা ‘জাতীয় পরিষদ’ গঠন করে বিধি-বিধানগুলো পুনঃনির্দিষ্ট বা সংস্কার করলেই কেবল তা যথাযথ হতে পারে।

‘জাতীয় পরিষদ’ গঠন প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে–

রাজনৈতিক দলসহ যারা মতামত দিচ্ছেন এবং বিচার বিশ্লেষনপূর্বক তা গৃহীত বা বিধি হিসেবে প্রণয়ন করছেন, উক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বা অভিজ্ঞান যেমন থাকে কেবল রাজনৈতিক দল সমূহের তেমনি বিধি-বিধানগুলো প্রত্যক্ষভাবে বহনও করতে হয় রাজনৈতিক দল সমূহকে এবং তা কোনো একটি দল নয় বরং সব দলকেই। এক্ষেত্রে যেকোনো প্রয়োজনে যে কোনো সময় যে কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে ডেকে নির্বাচন কমিশন বসতেই পারেন পক্ষান্তরে বিধি মোতাবেক (Representation of the People Order, 1972 এর 90F(1)(e)) রাজনৈতিক দলগুলোও তা পারে। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কের বিধিবদ্ধতায় সমন্বিত রূপ বা যৌথ করণের শর্ত বিযুক্ত থাকায় তা অনানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। অথচ বিধিগুলো প্রণীত হওয়ার পূর্বে সম্মিলিত বা যৌথের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শর্ত থাকছে না তথা বহনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত হলেও আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কোনো সমন্বিত বা যৌথ করণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বা প্রাতিষ্ঠানিক শর্ত বিযুক্ত। এতে করে বিধিগুলো যদি বাস্তবতা বিবর্জিত বা বাজে কথার ফুলের চাষও হয়ে থাকে তবুও তা বাস্তবায়িত না হওয়ার ব্যর্থতা কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর কাঁধেই বর্তায়।

তাই আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কারসহ তার বিধি-বিধান প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপটাই এসে পড়ে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হওয়া তথা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির শর্ত ধরেই পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের শর্তটা এসে গেছে। কারণ যৌথ বা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্বীকৃত হওয়া মাত্রই উক্ত প্রাসঙ্গিকতায় গৃহীত যাবতীয় বিধি-বিধান সংস্কার বা গ্রহন বর্জন– সেই প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের অনুবর্তীতায় নির্দিষ্ট হতে হয়। তা না হওয়ায় এবং যতক্ষণ তা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যে সংজ্ঞায়িত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক দলের জন্য এই নিবন্ধন যা তার অর্জন হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তা আমলাতান্ত্রিক মূচলেকার মত অমর্যাদাকর হয়ে থাকবে।

নির্বাচন কমিশনকে আইন করার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তদুপরি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে– তাহলে কেনো ‘চেক এন্ড ব্যালেন্স’ এর শর্তটা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে না?

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ ১২৮/৩, পূর্ব তেজতুরী বাজার, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ০২-৮১৮০১৮১, ফ্যাক্সঃ ০২-৮১৮০১৮০ ওয়েবঃ www.muktijot.org ই-মেইলঃ info@muktijot.org

প্রথমত, সংসদে থাক বা না-থাক কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হওয়ার শর্তে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিধি-বিধানের আওতার বাইরে থাকতে পারে না। সে অর্থেই জাতীয় পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তিযুক্ততা গৃহীত হয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দল মাত্রই প্রত্যক্ষ জনগণ সংশ্লিষ্ট তথা জনগণের মধ্যে তাকে ফিরতেই হয়। জনগণের প্রতি এই দায়বদ্ধতার বৈশিষ্ট্যের কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক এই স্বীকৃতিটা যুক্তিযুক্ততা পায়। কারণ যারা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেন তাঁরা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল বা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সেক্ষেত্রে, **নির্বাচন কমিশন এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের যৌথ বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই জাতীয় পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন।**

জাতীয় পরিষদ

রাজনৈতিক দল কে নিবন্ধন দেয়ার সাথে সাথে উক্ত দলের প্রধান কে অথেনটিক মর্যাদায় নির্দিষ্ট করতে হবে এবং উক্ত দলীয় প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত হবে জাতীয় পরিষদ। এভাবে পদাধিকারবলে প্রত্যেক দলীয় প্রধান জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্র কর্তৃক অথেনটিক মর্যাদায় নির্দিষ্ট হবেন এবং জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ সংসদ সদস্যর সমমান বহন করবেন। জাতীয় পরিষদের সাধারণ কর্ম নির্বাহের জন্য আহ্বায়ক হিসেবে নির্দিষ্ট থাকবেন পদাধিকারবলে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

আর উক্ত জাতীয় পরিষদের প্রধান তথা চূড়ান্ত নির্দেশদানকারী কর্তৃত্বে থাকবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

উক্ত জাতীয় পরিষদ দ্বারা নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো পুনঃনির্দিষ্ট বা সংস্কার করে প্রণয়ন করলেই কেবল তা যথার্থ হতে পারে।

এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল সমূহের পারস্পরিক এই যৌথ সভা বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তথা জাতীয় পরিষদ পক্ষান্তরে রাজনৈতিক দল সমূহের জন্য সমন্বিত সভার রূপ পরিগ্রহ করবে।

প্রস্তাব সমূহঃ

i) 'প্রত্যেক নাগরিক তার স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার থাকবেন'। এক্ষেত্রে প্রার্থী এবং প্রবাসী স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার থাকলেও ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় থাকবে ।

ii) কর্মপরিকল্পনার ২নং ও ৩নং এ উল্লিখিত জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা এবং সংসদীয় এলাকার আয়তন অনুসারে সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রসঙ্গ রয়েছে, সেক্ষেত্রে তা 'স্থায়ী ঠিকানায় ভোটার' ভিত্তিক হলে অনেক সহজ হয়। বিশেষতঃ শহরমুখীন বা নাগরিক জীবনের পেশাভিত্তিক অবিরাম যে পরিবর্তমান 'বর্তমান ঠিকানা' তাতে সীমানা নির্ধারণে উদ্ভূত অস্থিতিশীলতা ও জটিলতা হ্রাস পাবে।

iii) ই- ভোটিং এর ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে সাথে ব্যাপক জনসমাজের মননগত প্রস্তুতিটাও প্রয়োজন আছে। সেদিকটাকে মাথায় রেখে প্রথমে সল্প পরিসরে স্থানীয় নির্বাচন গুলোতে ই- ভোটিং এর প্রয়োগ করে করে পরবর্তীতে জাতীয়

নির্বাচন প্রসঙ্গে ভাবা যেতে পারে। কারণ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সর্বোচ্চ, সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টা অবান্তর। অতএব, এর জন্য আমাদের প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষাই শ্রেয়।

iv) কর্মপরিকল্পনার ২নং ও ৪নং ঃ ভোটার তালিকা সরবরাহ এবং তা যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে Representation of the People Order,1972 এর 90F(1)(e) তে উল্লিখিত সিডি/ডিভিডি প্রসঙ্গটা রয়েছে। তথাপিও প্রযুক্তিগত উত্তরণ সাযুজ্যে অত্যাবশ্যকীয় হলো নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে তা থাকা এবং নিবন্ধিত দল সমূহের কাছে ই-মেইল মারফত প্রেরণ বা সরবরাহ করা। এতে ভোটারমাত্রই তার ভোট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সহজেই পাবে এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সহ অনেক জটিলতার নিরসন হবে।

v) কর্মপরিকল্পনার ৫নং ঃ প্রবাসী ভোটারদের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশী দূতাবাস মারফত ভোট কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে।

vi) কর্মপরিকল্পনার ৭নং ঃ নির্বাচন কমিশনের জনবল প্রাসঙ্গিক তথ্য জেনে আমরা বিস্মিত হয়েছি! কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত তথ্য অনুসারে নির্বাচন কমিশনের মোট জনবল প্রায় ৩০০০ জন। এর মধ্যে সদর দপ্তরে রয়েছে ৩০০ জনের অধিক আর বাকী ২৭০০ জন ৬৪ জেলা ও ৫০৬টি উপজেলাতে হলে মোট ৫৭০টি অফিসে সাড়ে চারজন করে হয়। তাহলে প্রায় ১০ কোটির অধিক ভোটারের জন্য জনবলের চেহারাটা কেমন দেখায়? ..... 'কি বিচিত্র এদেশ সেলুকাস'! অবিলম্বে জেলা ও উপজেলায় নূন্যতম এক জন করে সহকারী নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।

উক্ত নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা বা মতবিনিময় সভায় মুক্তিজোট- এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠন প্রধান- আবু লায়েস মুন্না, জয়েন্ট সংগঠন প্রধান- আমিনা খাতুন ওমী শিকদার, নির্বাহী প্রধান- মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রধান- মোঃ শাহজামাল আমিরুল, কাঠামো পর্ষদ প্রধান- মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, পরিচালনা বোর্ড প্রধান- মাহমুদ হাসান আবেদ, কন্ট্রোল বোর্ড প্রধান- এ্যাডভোকেট ক্রিস্টিও মারিও দ্য শিল্পী দাস, এডিটোরিয়াল বোর্ড প্রধান- মোঃ বদরুজ্জামান রিপন, জাতীয় কাঠামোগত সার্বক্ষণিক- মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মহাসচিব- আজিবুন্নাহার ঝুমা, বীপ্র প্রধান- এ কে এম শাহনেওয়াজ গণী এবং গভর্নর- সাগর কুমার ভৌমিক।

পুনশ্চঃ সবাইকে ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছান্তে,

মোঃ শাহজামাল আমিরুল
জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রধান
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট
যোগাযোগঃ **01717657349**